বর্ষারাতের শেষে

উৎপলেন্দু মণ্ডল

ভোরের আগেই ঘুম ভেঙে যায় অরিন্দমের। এখনও চারপাশটা অন্ধকার। এখানে পাখি নেই যে কিচির মিচির শব্দ করে ঘুম ভাঙাবে-তার বদলে হাউসিং কমপ্লেক্সের লোকরা প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে। অরিন্দমও বাইরে যায়, তখন পকেটে থাকে আইডেন্টিটি কার্ড। বলা যায় না, পাবলিক যদি ঝামেলা করে- এখন তো, চোর জনযুদ্ধ পাল্লা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাতে অনেকবার করে উঠতে হয়। এক ডাক্তারবন্ধু বলেছিল বেশ অ্যালার্মিং। আর অ্যালার্মিং যা হয় হবে। এতদিন ধরে শরীরের ওপর কম অত্যাচার তো সে করে নি - মদ, সিগারেট, পান - কি না সে খেয়েছে। এখন মনে হচ্ছে সব ছেড়ে দেওয়ার সময় এসেছে। গত কয়েকবছর ধরে তার গলার প্রবলেম। কিছুতেই ভাল হয় না। ডাক্তার বলছে - আপনি একটু আস্তে কথা বলুন। আর আমাকে বার বার বিরক্ত করবেন না। আরে বাবা আমরা হলাম কুণ্ডুবাড়ীর লোক। আমার ঠাকুর্দা, বাবা সব তেজী লোক ছিল, বাঘ-গকে এক ঘাটে জল খাওয়াত-সেই বংশের লোক আমরা এখন কার ওপর রাগ দেখাব, বউ বান্দা আর কাজের মেয়ের ওপর ছাড়া। আসলে কপাল না হলে তার গলার এই অবস্থা হবে কেন- এরকম চলতে থাকলে আর কয়েক বছর পরে ক্যানসার অবধারিত। এখন আর এসব নিয়ে সে ভাবে না। খুব বাড়াবাড়ি হলে আবার ডাক্তারবাবুর কাছে যায়। আবার বকুনি খায়। বেজার মুখে বাড়ি আসে।

কয়েকদিন হ'ল গলাটা আবার ভাঙা ভাঙা। বেশীক্ষণ কথা বললে গলাটা খুব ক্লান্ত লাগে - মনে হয় আর সে কথা বলতে পারবে না। তখন তার নিজের পুরনো গ্রামোফোনটা চালায় বেসিক ডিস্ক গুলো চালায়। সেই কবেকার শিল্পীরা যেন গান গেয়ে ওঠে। এই শিল্পীদের এখন ক্যাসেট বেরোয়নি - আর বেরেও না। এখনকার সময় এরা শাসন করতে পারছে না। কিন্তু তাদের গলাতো বেঁচে আছে। তার কি থাকবে। তার অবর্তমানে তার এই বিশাল বাড়ি, উপরটা গোটাটাই মার্বেল বসানো ঝাঁ চকচকে বাথম- এর জন্য কি লোকগুলো তাকে মনে রাখবে না। অনেকে হিংসে করে ঘুসের পয়সার বাড়ি। আরে বাবা তোদের মতো বিবেকানন্দ হলে তো পিকচার টিউব ফিউজ হয়ে যাবে। ছেলেকে তাহলে 'শিশু বিতানের' গেটের কাছে পৌঁছতে পারা যেত না। কথায় বলে বীরভোগ্য বসুন্ধরা তোরা শালা লজেন্স চোষ। পলিটিক্সওলার দেশ কে দুয়ে নিচ্ছে আমরা বিবেকানন্দ হয়ে থাকব- ওসব পারব না। একাদশী বৈরাগীর মত শুকিয়ে থাকব! যত্তোসব।

বাথমে গিয়ে অবাক হয় - সেই ব্যাঙটা। আজ যতবার সে বাথমে এসেছে ততবার দেখেছে কুনোব্যাঙটাকে। এক সপ্তাহ আগে ব্যাটাকে ঘর থেকে একবারে বাইরে বার করে দিয়েছিল। সাতসকালে 'জীবহত্যা মহাপাপ' - সেদিন ব্যাটাকে মারে নি। যা ব্যাটা চরে বেড়াগে যা। বিশাল বিল্ব চরে খেগে যা। সেই ব্যাঙটা আবার ফিরে এসেছে- ব্যাঙেরা কি মনে রাখতে পারে! না হলে ঠিক এই ঘরটায় এল কি করে! বেটা তাকেও চেনে বাথমে আসতে দেখতে ঠিক কোণটাতে লুকিয়ে পড়ে। আবার হুট হুট করে শব্দ করলে বাথমে ছোট্ট জল নিকাশী ছিদ্রটা দিয়ে বেরিয়ে যায়।

ব্যাঙটা তার দিকে তাকিয়ে আছে- তারই মতো চক্ষুলজ্জাহীন। মারলেও যেতে চাইছে না। বউ এই নিয়ে তিন চারদিন ধরে ঝামেলা করছে। আরে বাবা মনের মতো বাড়ি , এমন বাড়ি বাপের আমলে দেখেছিস। এরকম মোজাইক করা চকচকে বাথম- ওপারে শাওয়ার, গিজার, কি নেই...এস না এই শীতল ছায়ায় এক রাউন্ড সেক্স হয়ে যাক। সেই প্রথম দিকে হত- তখন গায়ের চামড়া ছিল মোমের মত মসৃণ। মুখটা ছিল পান পাতার মতো। আর এখন ভেটকি মাছের মতো চেহারা- কোন আগ্রহ নেই, আমোদ নেই। ভালবাসা ..... সে যেন কবে থেকে উধাও।

- বাসী, এ বাসী, ওঠ না .... একটা পলিপ্যাক দিয়ে যা .... তো বাসী মানে বাসন্তী আসে - আলুথালু বেশবাশ। সদ্য ঘুম ভাঙা যুবতী, স্বামী মারা গেছে কত বছর আগে- বাচ্ছাগুলোকে শ্বশুর বাড়িতে রেখে লোকের বাড়ীর এখন কাজের মেয়ে। বাসন্তী বুঝতে পরে না এত ভোরে একটা লোকের কি করে পলিপ্যাক লাগে। লোকটা বাড়ি থাকলেই ঝামেলা। ঘন্টায় ঘন্টায় চা .... দোকানে ছোট সিগারেট আনতে। পয়সাওলা লোক মুখের উপর কিছু না বলা যায় না। বাবুদের দেশের বাড়ী কি বিশাল - সেই যখন বিল্ডিং বাড়ি হ'ল তার বাবা ছিল মিস্ত্রী। তখন ছোট বাবুর আর কত বয়স! প্রায় তারই বয়সী - একতলা ছাদ দেওয়া হয়ে গেছে কাঁচা মেঝে বড় বড় খুঁটির উপর কাঁচা ঢালাই - খুঁটির মাঝখানে বাবুর পড়ার জায়গা - নির্জন কেউ ডিস্টার্ব করবে না - তখন কতো ভাল ছেলে। গিন্নী মা ছোট বলতে পাগল। কারণে অকারণে তাকে ডাকত।

তখন শীতকাল। সারামাঠে ফসল। বানির লোকজন সব ধান কাটতে - মাঠে - গিন্নীমাও ধান কুড়াতে চলে গেছে। সে যে কি জন্যে বাড়ি ছিল- আজ আর মনে পড়ে না। সেদিনই সন্ধের অন্ধকারে সে প্রথম লুঠ হয়েছিল। মেয়েমানুষের কত কিছু হরণ করে নেয় বেটাছেলেরা যা আজ ও .....। আজকাল রাতে ভাল ঘুম হয় না। আর ছোটবাবু বাড়ি থাকলে তো নয়ই ...কে জানে কখন সেদিনের মতো যদি হামলা করে ...তাকে যদি আবার হরণ করে যদিও লোকটার ধুমসী বউ বাড়ীতে তবুও .... ডাকাডাকিতে সম্বিৎ ফিরে পায়। সেই কখন পলিথিন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ... ছোটবাবু তার দিকে একেবারে কটমট করে .. মদ্দা কুনো ব্যাঙটা অরিন্দমের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। যেন কৈশোর প্রেমের প্রেমিকা। চোখ দুটো যেন ... ব্যাটা আবার আগামীকাল বাথম নষ্ট করবে। বউ আবার খ্যাচ খ্যাচ করবে। চাকরিগত কারণে তাকে বাইরে বাইরে থাকতে হয় - সংসারের কোন কাজ হচ্ছে না। আর যে কত কাজ চায় .. ঐ হোঁদল কুতকুতে ছেলে তাও তো ডোনেশানের ট

াকায় ভর্তি করে দিলাম। ছেলের পড়া হোক বা না হোক বলতে তো পরবে আমার ছেলেকে ওই স্কুলে ভর্ত্তি করলাম। স্কুলের গাড়ি বাড়ি থেকে ছেলেকে নিয়ে য াবে। ছেলেটাও তেমনি সেদিন কি একটা ব্যাপারে কাঁদছে- কাঁদতে কাঁদতে বলছে - আমার কান্না অফ হচ্ছে না। না ব্যাঙটা ও বেটা অফ হচ্ছে না - কাগজ দিয়ে ব্য াঙটাকে ধরে। গায়ের উঁচু নীচু গ্ল্যান্ডগুলো থেকে বেটারা বিষ ছড়ায়। হাতে লাগলে সারাদিন গা ঘিন ঘিন করবে। তখন এই হাতে উপরি নিতে গেলেও অস্বস্তি। ব াসীকে ডাকে তাড়াতাড়ি পলিপ্যাক রেডি করতে ....।

বাসী ওরফে বাসন্তী, পলিপ্যাক এর মুখ হাঁ করে দরজার কাছে রাখে - আর একটু হলেই ফ্যানের হাওয়ায় উড়ে যেত। ক'দিন গুমোটের পরে আজ একটু বাদলা বাদলা ওয়েদার। বাইরে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। বেশী শীত শীত বাতাস তবু ডাইনিং এ ফ্যান চালায় ছোটবাবু।

- আরে বাবা হাত দিয়ে একটু ধর। যেন গু পরিস্কার করছে। বাধ্য হয়ে পলিথিনের মুখ করে অপেক্ষা করে। ছোটবাবু ব্যাঙটা পলিথিনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। ত ারপর মুখ ভাল করে গিট দেয়। ভিতরে ব্যাঙটা মৃত্যুর জন্য যেন অপেক্ষা করে।

আরও একটা শীতঘুমের জন্য সে প্রস্তুত হয়। ব্যাঙটাকে ধরে সোজা পিছনের মন্ডলদের পানা পুকুরে ফেলে দেয়। পানা পুকুরে মুহূর্তের মধ্যে ডুবে যায়। যেভাবে বাদা অঞ্চলে ভুটভুটি ডুবি হয়।

বাইরেটা ঘন অন্ধকার। এখনও আকাশে জুলজুল করছে আকাশের শুকতারা। এ সময় নাকি দেবতারা বেরয় - প্রত্যেক মানুষের কপালে জয়তিলক পরিয়ে দিতে। সেই দেবদূতরা ধনী নির্ধন বোঝে না- প্রত্যেকের কপালে টিপ পরিয়ে দেয়। বাসী সারাজীবন সেই দেবদূতের খোঁজে ভোরের দিকে ঘুমাতে চেষ্টা করে। আর সেই সময় ছোটবাবু ডাকে- কর্কশ শব্দে ডাকে। ছোটবাবুকে সে কি করে এড়াবে! ছোটবাবু মশারি উল্টে তার বিছানায় বসে। বাসীর খুব ভয় করে-এখুনি যাদি বৌদিমনি জেগে ওঠে-যদি এই ভোরবেলায় পেচ্ছাপ করতে বেরয় তবে তখন বৌদিমনি তো তাকেই দোষ দেবে। এ লোককে কি করে নিরস্ত করবে- এর আগে যে কবার তবু বৌদিমনি বাড়ি ছিল না - মাঝে মাঝে মনে হ এ বাড়ির কাজ ছেড়ে দিই। কিন্তু একটা ছেলেকে ছোটবাবুই চায়ের দোকানে কাজ জুটিয়ে দিয়েছে - লোকটাকে রাগিয়ে লাভ নেই।

স্যান্ডো গেঞ্জিতে ছোটবাবুকে দাণ লাগছে। বাইরে হিমেল বাতাস ঝিরঝির করে নিম্নচাপের বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে - এই কাকভোরে ঘুম যেন জড়িয়ে ধরে সেই জড়ানো চোখে বাসী একবার ছোটবাবুকে দেখে- ছোটবাবু তাকে জড়িয়ে শুয়ে আছে। গোটা বুক চুষে বেড়াচ্ছে- যেভাবে ছোটবেলায় বাবারা চলে গিয়েছিল সুন্দরবনে। গিরীন ডেপুটি বলেছিল, তার লাট অঞ্চলে গেলে জমি দিয়ে দেবে - উল্টোডাঙ্গার বস্তি থেকে সোজা সুন্দরবনে। নিজেদের জমি হবে, পুকুর হবে। বাড়ির উঠোনে গাছের ছায়ায় তারা এক্কা দোক্কা খেলবে- সেই স্বপ্ন মেটেনি। বাবা ওখানে গিয়ে হল রাজমিস্ত্রী আবাদের লোকের হাতে তখন কাঁচা পয়সা। ধন জমির মাটি কেটে পাঁজা পুড়িয়ে ইঁট বানিয়ে বাড়ি - আর সারাজীবন গাঙভেড়ীর মাথায় দোতালা বানিয়ে বাস- সারা ছোটবেলাটা কেটেছে লোকের ক্ষেতের সাধু কুড়িয়ে। ছোটব াবুর বাবাও বলেছিল - জমি দেবে- তাদের ছ'বিঘের মাথায় খাস জমিটা তাদের দিয়ে দেবে। সে জায়গায় এখন কলু পাড়ার লোকরা ওবাংলার লোকরা দলে দলে চলে এসেছে- বাবা এখানকার লোক নয় বলে বাবার জমি হয়ই নি। বাবা আবার দিয়ে গেছে বস্তি বাড়িতে- ভাইরা অনেক কষ্টে বিদ্যাপুর স্টেশনের কাছে এক দেড় কাঠা জমি কিনে বাড়ি করেছে অভাবের সংসার - সেখানে দাঁড়াবে কোথায়?

আঃ ছোটবাবু একটু আস্তে। বৌদিমনি জেগে যাবে আবার কাজের জন্য ছুটে বেড়াতে হবে। ছোটবাবু এখন ভদ্রলোক। গৃহস্থ মানুষের মতো- দাঁত ব্রাশ করতে করতে মর্নিংওয়াকে বেরিয়ে যায়। বাসী আবার একলা হয়। এর থেকে কুনো ব্যাঙটার মতো ছোটবাবু তাকে পিছনের পুকুরে ফেলে দিত- তাহলে এ জীবন ধন্য হয়ে যেত। আহাঃ ব্যাঙটা এতক্ষণ মারাই গেছে। অথচ পুকুরটার পাশে যে নীচু জায়গাটা পড়ে আছে সেখানে ব্যাঙের গোঙানিতে কান পাতা দায়। কাছে আসার জন্য ডাকছে- পুষ স্ত্রীকে ডাকে স্ত্রী ব্যাঙ ডিম ছেড়ে দিয়ে পালাল। সেই ডিম ফুটে আবার বাচ্চা আবার তারাও একদিন বুড়ো হবে। শুধু ঐ কুনো ব্যাঙটা তলিয়ে গেল পুকুরের অতল জলে। বেঁচে গেছে - আর খাওয়া পরার ভাবনা নেই- মৃত্যুই শান্তি আনে - ছেলে দুটোর মুখের দিকে তাকিয়ে -বাসী নিজেকে গালাগালি করে - সক্কালবেলা কুচিন্তা করতে নেই- মশারির মধ্যে অবদ্ধ অন্ধকারের মধ্যে - অদৃশ্য ঠাকুরের উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে।

এফ এম রেডিওটা পকেটে- আজ আর ভাল লাগছে না- তেমনি ছিঁছকাঁদুনে বৃষ্টি। দুটো চোখ তাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে, রমণরত অবস্থায় ক্লান্ত বাসীর দুচোখ আর সেই কুনো ব্যাঙের বোবা দৃষ্টি। আজকাল সে খুব সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ছে- তবে কি বয়স বাড়ছে, বয়সের সাথে রক্তের চিনি, হৃদয়ে অপরিমিত হৃদঘাত সবাই কি তাকে ডাকছে- তার সেই একরোখা, একগুঁয়ে ব্যাপারটা তবে... ঘোষবাবু বলল কি শরীর খারাপ নাকি?

আবেগমথিত ক্লান্ত পায়ে বাড়ি আসে অরিন্দম। ছিছঁকাঁদুনে বৃষ্টির বিরাম নেই। এরকম হলে নর্থবেঙ্গলে বন্যা অবধারিত। আকাশে সূর্যের দেখা নেই কি অদ্ভুত ঘুম ঘুম মেঘলা ওয়েদার। ব্যাঙগুলো যেন আর থামবে না- কানের পোকা বার করে দেবে। এ সময় তাদের যৌন সময়- সেজন্য ব্যাটারা খুব ফূর্তিতে আছে- কি জানি মনে হয় সব কটা ব্যাঙ যেন তাকে হত্যাকারী বলে শাসাচ্ছে, ওদের ভাষায় বলছে জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।

বাসী চা দিয়ে যায়। ক্ষয়ে নখের ডগায় বাসন মাজার ছাই, বাহুমূলের মসৃনতার বদলে খড়ি ওঠা। কিন্তু দেখবার মতো কোমরের খাঁজ। অপর্ণা সেন, রেখার যেন ক াছাকাছি - বিষণ্ন বাসী চলে যায়। চোখের তারায় বিমর্ষ সবুজ কান্না। সত্যিকারের আদর করতে ইচ্ছে করে অরিন্দমের।

বর্ষামেদুর আবহাওয়ায় পুরনো গ্রামোফোনটা নিয়ে আসে। নিউ থিয়েটার্সের রেকর্ডগুলো নিয়ে বসে। বাসীর কাছে আবার চা চাওয়ার সময় গলা দিয়ে ফ্যাসফেসে আওয়াজ বেরয়- । ভীষণ ভয় লাগে। ভোকাল কর্ডের ফেঁসে যাওয়া আওয়াজ যেন সে পাচ্ছে। আর উপায় নেই। মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে ...বিদ্যাপতি, ছবির গান একদা পাহাড়ী সান্যাল গেয়েছিলেন- সেই সেভেন্টি এইট ডিসক হাতে নিয়ে গন্ধ শোঁকে- সেদিনের রৌদ্র ছায়ার গল্প নিতে চেষ্টা করে - পাহাড়ী সান্যাল পরের দিকে আর গান গাইত না - শুধু অভিনয়। উমা দেবীর 'প্রেম কাহানী সাকী' শুনতে শুনতে চোখে জল আসে । বাইরে তখন বৃষ্টির লোধ্ররেণু, বউ পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছে। পাশে ছেলে শুয়ে পুরনো রেকর্ড ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস আওয়াজ বেচ্ছে, একেবারে তার গলার মতো ..। এই বৃষ্টিভেজা সকালে যেমন ভিন্ন মন নিয়ে চল্লিশের

অরিন্দম ঘোষ। এ সময় তার দেশের বাড়ীর কথা মনে পড়ে ... মনে পড়ে নিউ থিয়েটার্সের সেই সব দিনগুলোর কথা- কোনদিন সে সব ছুঁতে পারবে না। সেই সব দিনের জন্য গলার কাছে বাষ্পাকুল মেঘ বৃষ্টি ছড়ায়-গলা বুজে আসে। হাতের কাছে ৭৮ আর.পি.এম রেকর্ডে। সেই গাদার মধ্যে অনন্তবালা বৈষ্ণবীর রেকর্ড বার করে। একপিঠে 'নিমাই দাঁড়ারে'। অরিন্দম বার বার এই গানটা বাজায়। যেন তার মা পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে- মেয়েশ্বশুরবাড়ি চলে গেলে মাইকওলারা এই গান বাজাত। এই রেকর্ডটা জোগাড় করেছিল বহু কষ্ট করে। দোকানদারও অবাক হয়ে গিয়েছিল- এত রেকর্ড থাকতে কোম্পানীর ভুলে যাওয়া অনন্তবালা বৈষ্ণবীর রেকর্ডটাই তার পছন্দ কেন?

অরিন্দম রেকর্ডটা হাত বুলায়। এর খাঁজে খাঁজে চিরকালের মায়ের হাহাকার....। বার বার বাজায় রেকর্ডখানা নেশাগ্রস্তের মতো মুখ তুলে তাকায় ঘরের মধ্যে। একটা পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া- ছেলে ঘুম চোখে তার কোলে বসে। ছেলেটা তার তেমন স্মার্ট নয়। পারবে তো পড়াশুনো করতে? আদুল গায়ের গল্প নেয়। ছেলেটার জন্য মায়া হয়। বুড়ো বয়সে বিয়ে করার দণ এখন ও লিলিপুট। চাকরি থাকতে থাকতে মানুষ হবে না। তার আগেই এখান থেকে তাকে বিদায় নিতে হবে- ছেলেকে আদর করার সময় তার মুখ দিয়ে কথা বেরয় না। কিম্বা কথা বলতে ভয় পায়। সেই ফ্যাঁসফ্যাঁসে আওয়াজের জন্য। সেই তুলনায় ব্যাঙেদের আওয়াজ খুব গম্ভীর। খুব গম্ভীরভাবে সঙ্গিনী কে ডাকছে। ওদের অন্তত ঃ খাদ্যের কিংবা যৌনসঙ্গীর অভাব হতে পারে কিন্তু গলায় গাম্ভীর্যের অভাব নেই। অরিন্দম বাসী কে আবার চা দিতে বলে।

মেঘলা দুপুরে ডিউটীতে যায় অরিন্দম। আজ এক জায়গায় ইনস্পেকসান ছিল- পার্টি খুব খাওয়াল। ওদের এরিয়া ম্যানেজার বলল কি খুব গম্ভীর মনে হচ্ছে। ম্যানেজার জানে পয়সা দিলে অরিন্দম কাজ ফেলে রাখে না। খুব করিৎকর্মা ছেলে। অনেকদূর উঠবে। অরিন্দম হাতের ইসারায় বলে ঠিক আছে।

রাত্রে খাওয়ার পর দুচোখে যেন আঠা। বাসী ব্যাঙদের মতো ডাকছিল নাইটির মধ্যে অস্ফুট আলোকিত যৌবন। স্তনবৃন্তের নিটোল আহ্বান উপেক্ষা করে ঘুমিয়ে পড়ে, এই বয়সে দুবার রমণ ঠিক নয়। ওরা আসে রাতে- কড়া নাড়ে- দেশের লোক বলে বাসী দরজা খোলে। সরকারী শ্বেতবাহিনীর ওরা আসে অরিন্দমকে তুলে নিয়ে যায়- কোন আপত্তি শোনে না। ফ্যাসফ্যাসে গলায় অরিন্দম শুধু বলে আমাকে ভুল করে তুললেন? ওদের বিপ্লবকে ছোট করলেন। চোপ শালা বিপ্লব। তোর বিপ্লবের মাকে ইয়ে কি .....না স্যার ...আসলে ভুল করে ... কনিষ্ঠ গোপাল তাকে চ্যালেঞ্জ করে ..... তারপর গুগম্ভীর গলায় বলে, ওদেরকাছে আপনার ফোন নম্বর পাওয়া গেছে।

অরিন্দম হাসে- স্যার শুধু ওদের খাতায় আমার ফোন নম্বরটা দেখলেন .... আমাকে আসলে ওরা খতমের খাতায় রেখেছিল আমি ঘুস খাই, মদ্যপ, রমণপ্রিয় পুষ,- থামুন আপনার লেকচার কেউ শুনতে চায় না-

অরিন্দমের বলা হয় না- আপনাদের এস.ডি.পি.ও অশোক বৈদ্য'র নাম আমার খাতায় আছে। আমরা একসঙ্গে পড়তাম। ও ফার্ষ্ট আমি সেকেন্ড। কি ভাল গল্প লিখত ....। আপনারা নিয়ে যান তবে আমাকে ছেড়ে দিতে হবেই।

নিশীথ রাত্রে ভ্যান এগিয়ে যায়। জলো হাওয়া এখন বাতাসে। বউ আর ছেলেকে নিয়ে ঘুমুতে চেষ্টা করে অরিন্দম। ছেলের নরম হাত মনে করে আদর করতেই কনিষ্ঠ গোপাল গুঁতো মারে। ঘুম ভেঙে যায়। পুলিশ ভ্যানটা তখনও অন্ধকার চিরে এগিয়ে চলেছে। অরিন্দম এই প্রথম বউ ছেলে আর বাসীর জন্য কষ্ট পায়। বুকের মধ্যে হাহাকার ঢাকা দেয় অন্ধকারের মধ্যে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com